সিলেবাস

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (আবশ্যিক)
বিষয় কোড: ০০২
পূর্ণমান- ১০০

বিষয়	পূর্ণমান
▸ অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	১৫
▸ কাল্পনিক সংলাপ	১৫
▸ পত্রলিখন	১৫
▸ গ্রন্থ-সমালোচনা	১৫
▸ রচনা	৪০

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
i	অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	০১
ii	কাল্পনিক সংলাপ	৩২
iii	পত্রলিখন	৫৭
	গ্রন্থ-সমালোচনা	
	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থের সমালোচনা	
০১	রাইফেল, রোটি, আওরাত	১১০
০২	জাহান্নম হইতে বিদায়	১১২
০৩	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	১১৩
০৪	একাত্তরের দিনগুলি	১১৫
০৫	আমি বিজয় দেখেছি	১১৬
০৬	মূলধারা'৭১	১১৮
০৭	আমি বীরাঙ্গনা বলছি	১১৯
০৮	জোছনা ও জননীর গল্প	১২০
	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থের সমালোচনা	
০৯	আরেক ফাল্গুন	১২২
১০	কবর	১২৩
	সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত গ্রন্থের সমালোচনা	
১১	পদ্মা নদীর মাঝি	১২৪
১২	পথের পাঁচালী	১২৬
১৩	হাজার বছর ধরে	১২৭
১৪	তিতাস একটি নদীর নাম	১২৮
১৫	লালসালু	১৩০
১৬	সূর্যদীঘল বাড়ী	১৩১
১৭	সারেং বৌ	১৩৩
১৮	মৃত্যুক্ষুধা	১৩৪
	৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের উপর গ্রন্থ-সমালোচনা	
১৯	চিলেকোঠার সেপাই	১৩৫

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২০	বাঙ্গালীর ইতিহাস	১৩৭
২১	বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য	১৩৮
	ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২২	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর	১৪০
	রোমান্টিক/কাব্যধর্মী গ্রন্থের সমালোচনা	
২৩	শেষের কবিতা	১৪১
	অসাম্প্রদায়িক বা বিদ্রোহী চেতনার পটভূমিতে রচিত গ্রন্থের সমালোচনা	
২৪	অগ্নি-বীণা	১৪৩
	ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২৫	কৃষ্ণকুমারী	১৪৫
	প্রজাশোষণ সম্পর্কিত গ্রন্থের সমালোচনা	
২৬	নীলদর্পণ	১৪৬
২৭	জমিদার দর্পণ	১৪৮
	মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২৮	চোখের বালি	১৪৯
	মহাকাব্য/পুরাণ আখ্যান বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২৯	মেঘনাদবধ কাব্য	১৫১
	ভ্রমণকাহিনি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
৩০	দেশে বিদেশে	১৫২
	লোক ঐতিহ্য/কাহিনি কাব্যের সমালোচনা	
৩১	নক্সী কাঁথার মাঠ	১৫৪
৩২	মৈমনসিংহ গীতিকা	১৫৫
	অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
৩৩	দারিদ্র্যের অর্থনীতি	১৫৬

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	রচনা/প্রবন্ধ	
	সাম্প্রতিক বিষয়াবলি	
০১	ডলার সংকট: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, কারণ ও উত্তরণের উপায়	১৬০
০২	বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ	১৬৫
০৩	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	১৭০
০৪	রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বাংলাদেশে এ যুদ্ধের প্রভাব	১৭৪
০৫	এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ	১৭৭
০৬	অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	১৮১
০৭	সুনীল অর্থনীতির বিশ্ব পরিস্থিতি: বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও অগ্রগতি	১৮৭
	উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি	
০৮	শ্রম অভিবাসন: সমস্যা ও সম্ভাবনা	১৯০
০৯	বাংলাদেশের কৃষির যান্ত্রিকীকরণ	১৯৪
১০	দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার	১৯৭
১১	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনস্থান	২০০
১২	বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ: সংকট ও সম্ভাবনা	২০৩
১৩	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা	২০৭
১৪	বাংলাদেশের চামড়া শিল্প: সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধান	২১১
১৫	নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ	২১৫
১৬	জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসী আয়	২১৯
১৭	দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অথবা দারিদ্র্য বিমোচন	২২৩
১৮	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প: সমস্যা ও করণীয়	২২৬
	পরিবেশ বিষয়ক	
১৯	বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ	২৩০
২০	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার	২৩৫
	সামাজিক সমস্যামূলক সমস্যাবলি	
২১	অপসংস্কৃতি ও আমাদের যুবসমাজ	২৩৯
২২	সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও যুবসমাজ	২৪৩
	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক	
২৩	সাইবার অপরাধ	২৪৬
২৪	ই-গভর্নেন্স: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	২৫০
২৫	ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা	২৫৫
	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক	
২৬	জাতীয় উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	২৫৮
২৭	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	২৬২
	রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি	
২৮	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও স্বাধীন গণমাধ্যম	২৬৭
২৯	সুশাসন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত/আইনের শাসন ও বাংলাদেশ	২৭১
	বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য,সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য	
৩০	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারুণ্য	২৭৫
৩১	বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি	২৭৮
৩২	স্বদেশপ্রেম/দেশাত্মবোধ	২৮২
৩৩	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ	২৮৫
৩৪	বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি/সাংস্কৃতিক আগ্রাসন	২৮৮
৩৫	কর্মমুখী শিক্ষা/বৃত্তিমূলক শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা	২৯১
	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট	
৩৬	আগামী পৃথিবী ও আমাদের প্রত্যাশা	২৯৫
iv	মডেল টেস্ট (১-২)	২৯৯

পত্রলিখন

আমরা সাধারণভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'পত্র' কথাটিকে 'চিঠি' অর্থে ব্যবহার করি। তবে 'পত্র' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'চিহ্ন' বা 'স্মারক'। ব্যাবহারিক অর্থে ব্যক্তিগত খবর, বৈষয়িক কাজকর্মের জন্য লিখিত বিবরণ, বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধের প্রকাশের জন্য লিখিত বিবরণীকে পত্র বলা হয়। পত্র রচনা মানুষের ভাবপ্রকাশের অন্যতম বাহন। কথা ও ভাষা প্রয়োগের দ্বারা যেমন মানুষ তার মনের ভাবকে প্রকাশ করে, তেমন মানুষ লেখার দ্বারাও মনের ভাবকে ব্যক্ত করে। লেখার দ্বারা এভাবে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং সাহিত্য-রূপের দ্বারা সেই ব্যক্ত ভাব অমরত্ব লাভ করে। পত্র রচনায়ও অনুরূপভাবে ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশিত হয় এবং তা স্থায়ী মূল্য লাভ করে।

✉ **পত্রের প্রকারভেদ:** পত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিচারে পত্রকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ব্যক্তিগত পত্র ও ২. ব্যাবহারিক পত্র বা বৈষয়িক পত্র।

➲ ব্যাপকভাবে পত্রকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ব্যক্তিগত পত্র;
২. আবেদন পত্র;
৩. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র;
৪. মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র;
৫. বাণিজ্যিক পত্র;
৬. নিমন্ত্রণপত্র বা সামাজিক পত্র ও
৭. স্মারকলিপি বা অভিযোগ পত্র।

➲ **পত্রের অংশ:** সাধারণত পত্রের দুটি অংশ থাকে। যথা:

১. **শিরোনাম:** এটি খামের ওপরে লিখতে হয়। এ অংশে পত্র-প্রাপকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হয়। ঠিকানা পূর্ণ ও স্পষ্ট না হলে চিঠিপত্র 'ডেড লেটার' বলে চিহ্নিত হয়।

২. **পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ:** চিঠির মূল অংশ অর্থাৎ যে অংশে বক্তব্য লেখা হয়, তাকে পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ বলে। ভাষাভঙ্গির দিক থেকে পত্রের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য-

(ক) প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা;
(খ) সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতা এবং
(গ) বিনয় ও অকপট প্রকাশভঙ্গি।

এছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত:

- পত্রের ভাষা হবে যথাসম্ভব সহজ ও সরল।
- যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে পত্রের বিষয় লিখতে হবে।
- অনেকগুলো বিষয় একটি চিঠিতে না লেখাই বাঞ্ছনীয়।
- একাধিক বিষয় থাকলে একটির সঙ্গে অন্যটির সংগতি রাখতে হবে এবং বিষয়গুলোকে পরম্পরা অনুযায়ী সাজাতে হবে।
- বাক্য যেন অযথা দীর্ঘ না হয়; সরল বাক্যের প্রয়োগে বিষয়বস্তু সহজে প্রকাশ লাভ করে।
- এক কথার পুনরুক্তি পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন, এতে পত্রের বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য বাড়ে।
- অযথা কঠিন শব্দের প্রয়োগ ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।
- বানান ভুল ও বাক্যগঠনে অশুদ্ধি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।
- অযথা বিনয় প্রকাশেও পত্রের গাম্ভীর্য ব্যাহত হয়।
- আবেগ ও উচ্ছ্বাস অবশ্যই বর্জনীয়। ব্যক্তিগত পত্রে কিছুটা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্থান থাকলেও তা মাত্রাতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়।
- পত্রের প্রতিটি বিষয় পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে (Paragraph) উল্লেখ করা ভালো।
- অনুচ্ছেদগুলোতে যতি প্রকরণ (Punctuation marks) যেন ঠিকভাবে থাকে।
- পত্র রচনার সব ক'টি রীতি যেন মেনে চলা হয়। অর্থাৎ পত্রের ভিতরের ও বাইরের অংশ যেন ঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়।
- সমগ্র পত্রটি যেন এমনভাবে লেখা হয়, যাতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অক্ষর, ভাষা প্রভৃতি অস্পষ্ট থাকলে পত্র প্রাপকের পক্ষে অর্থ উপলব্ধি করা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।
- সমগ্র পত্রটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যেন তা পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও সুদৃশ্য হয়।
- ব্যক্তিগত পত্র রচনায় কিছুটা স্বাধীনতা আছে; অন্য শ্রেণির পত্র রচনায় বক্তব্য বিষয় প্রকাশের স্বাধীনতা কম। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যাতে সার্থক পত্র রচনা করা যায়, সে জন্য বিভিন্ন শ্রেণির পত্রের সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অংশে। এছাড়া বিভিন্ন আঙ্গিকের পত্র রচনার নমুনা দেওয়া হয়েছে; এগুলোর দ্বারা পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্রেণির পত্র রচনা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

১. ব্যক্তিগতপত্র

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, দায়িত্ববোধ থেকে কিংবা নিতান্ত কুশল সংবাদ জানার জন্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত লোকের কাছে লেখা পত্রকে ব্যক্তিগত পত্র বলে। ব্যক্তিগত পত্রের অপর নাম হচ্ছে সাংসারিক পত্র। ব্যক্তিগত পত্রে পত্রলেখকের মনোভাব, চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি অন্তরঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিগত পত্র বিদেশে পাঠাতে হলে খামের উপরে BY AIR MAIL কথাটি লিখতে হয়। ব্যক্তিগত পত্রের ছয়টি অংশ থাকে। নিচে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো-

১. **মঙ্গলসূচক শব্দ:** ব্যক্তিগত পত্রে প্রথমেই পত্রের শীর্ষে মাঝামাঝি জায়গায় মঙ্গলসূচক শব্দ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। তবে বর্তমান সময়ে এ রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানা হয় না। ধর্মের ভিন্নতা অনুসারে এ লেখা বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন: **মুসলিম রীতিতে-** বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, এলাহি ভরসা, ইয়া রব, হাবিব সহায়, আল্লাহু আকবর প্রভৃতি। **হিন্দু রীতিতে:** শ্রী দুর্গা সহায়, শ্রী হরি সহায়, ওঁ প্রভৃতি।

২. **পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ:** প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ চিঠির ওপরে ডান দিকের কোণ ঘেঁষে প্রথমে ঠিকানা ও পরে তারিখ লিখতে হয়।

৩. **সম্ভাষণ:** পত্র-প্রাপককে সম্বোধন বা সম্ভাষণ করতে হয় পত্রের উপরিভাগে বাম দিকে। প্রেরক-প্রাপকের সম্পর্ক ও বয়স অনুসারে পত্রের সম্ভাষণ হওয়া উচিত। পত্র-প্রাপকের সঙ্গে পত্র দাতার সম্পর্ক অনুসারে এবং পত্র-প্রাপকের মান, মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী সম্ভাষণের পরিবর্তন হয়। ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিন্নতার কারণেও সম্ভাষণের পার্থক্য হতে পারে। বয়সভেদে শ্রদ্ধা, সম্মান, স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক অনুযায়ীও সম্ভাষণের ধরন আলাদা হয়ে থাকে।

৪. **পত্রের বিষয় বা মূল বক্তব্য:** এ অংশে পত্রের বিষয়বস্তু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হয়। একে গর্ভাংশ বা পত্রগর্ভ বলা হয়। পত্রগর্ভ ছাড়া পত্র লেখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

৫. **প্রেরকের স্বাক্ষর:** ব্যক্তিগত পত্রের সমাপ্তিতে 'ইতি' কথাটির ব্যবহারের রীতি বহুদিন ধরে চলে আসছে। বক্তব্যাংশের শেষে 'ইতি' শব্দের নিচে পত্র লেখকের স্বাক্ষর করতে হয়।

৬. **শিরোনাম:** এটা খামের ওপরে থাকে। এর দুটি অংশ থাকে। খামের বামপাশে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা এবং ডানপাশে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। পূর্ণ ও স্পষ্ট ঠিকানার অভাবে চিঠিপত্র 'ডেড লেটার' বলে চিহ্নিত হয়।

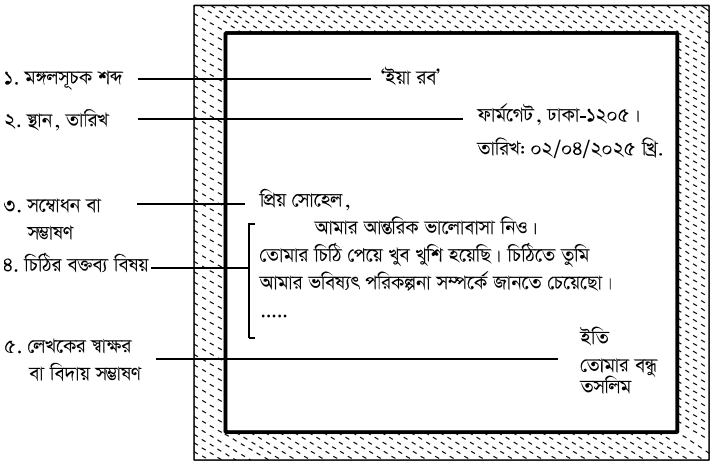

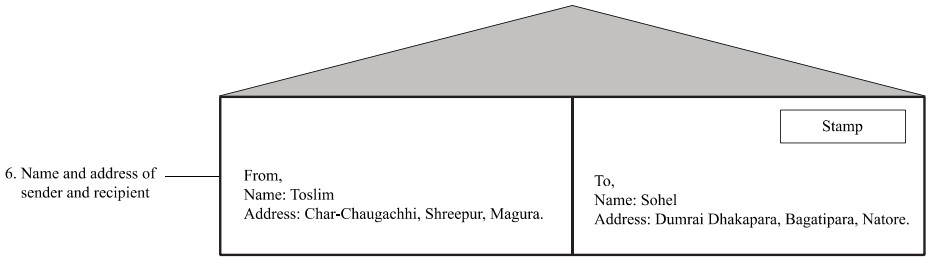

বিদেশে প্রেরিত চিঠির ঠিকানা ইংরেজিতে লিখতে হবে।

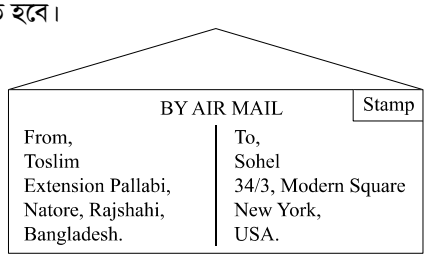

পরীক্ষাতে সাধারণত যে-সব ব্যক্তিগত চিঠি আসে, তার গঠন অনুযায়ী কিছু চিঠির নমুনা নিচে দেওয়া হলো। এসব চিঠির মূল কাঠামো আসলে একইরকম। তাই এসব চিঠির বিষয়বস্তুকে মুখস্থ না করে বিষয় ও কাঠামো বুঝে বুঝে পড়ে নেওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত।

০১। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় অংশগ্রহণের অনুভূতি জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র লিখুন।

[৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১০ মে, ২০২৪

প্রিয় 'শামীম'

প্রথমেই আমার পক্ষ থেকে একরাশ লাল গোলাপ শুভেচ্ছা নিও। আশা করি, অনেকদিন যাবৎ তোমার সাথে কোনো পত্র যোগাযোগ নেই। তাই ভাবলাম কিছুদিন আগেই অনুষ্ঠিত হওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের অনুভূতি জানিয়ে তোমাকে একটি পত্র লিখে ফেলি।

তুমি জেনে আনন্দিত হবে যে, ইউনেস্কো ২০১৬ সালে বাংলাদেশের "মঙ্গল শোভাযাত্রা" কে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। তখন থেকেই আমার মনে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের তীব্র বাসনা কাজ করে। অবশেষে গত ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে সেই সুযোগ পেয়ে গেলাম। এই শোভাযাত্রা মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগেই আয়োজিত হয়। এই শোভাযাত্রাটি চারুকলা থেকে শুরু করে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার চারুকলায় এসে শেষ হয়। যুদ্ধবিগ্রহের বিশ্বে শান্তি কামনা করে বিভিন্ন ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড নিয়ে উপস্থিত হয় শিক্ষার্থীসহ সকল পেশার মানুষ। এসবের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয় হাজার বছরের বাঙালির সংস্কৃতি। এসব ফেস্টুনে ময়ূর, বাঘ, টেপা পুতুল, পালকি, নীলগাই, হাতি, প্যাঁচা, বিভিন্ন মুখোশ ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয় যা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মঙ্গল শোভাযাত্রাকে একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত করেছে। এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে 'আমরা তো তিমির বিনাশী'।

আমার তিন-চার জন বন্ধু শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলাম। ছাত্র-শিক্ষক সহ সকল পেশাজীবী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। একতারা, বাঁশি, ঢোল, তবলার আওয়াজে যেন ফিরে গিয়েছিলাম অতীতের সেই সোনার বাংলায়। অনেক জ্ঞানী সাহিত্যিকদের পদচারণায় মুখরিত ছিল শোভাযাত্রাটি। জনপ্রিয় লেখক আনিসুল হক সাহেবের সাথেও আমার দেখা হয়েছিল। স্যার আমাকে একটি অটোগ্রাফ দিয়েছেন। গান-বাজনা নিয়ে যেহেতু তোমার আগ্রহ অনেক তাই তোমার জন্য আমি একতারা কিনেছি। শোভাযাত্রার একবারে সামনের দিকে ছিল শান্তির প্রতীকী রূপে বিবেচিত কাপড়ের তৈরি কিছু পায়রা। বাঙালির উৎসবের দিনে যেন দুষ্কৃতিকারীরা কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে এজন্য বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল। ফলে নিশ্চিন্তে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি শেষ হয়েছিল। বাঙালির এই উৎসবে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। এই আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে যেত যদি তুমিও থাকতে। পাশাপাশি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, সকল অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে বাঙালি সংস্কৃতিকে রক্ষার করার জন্য নিজের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

আজ আর লিখছি না, তুমি কীভাবে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করেছ তা জানিয়ে দ্রুত পত্র লিখে পাঠাও। খালা-খালুকে আমার সালাম দিও।

ইতি
তোমার প্রীতিমুগ্ধ
জহুরুল

	ডাকটিকিট
প্রেরক, জহুরুল ইসলাম আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭	প্রাপক, শামীম আহমেদ কৃষ্ণপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর।

[Note: ১১ এপ্রিল ২০২৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদের আয়োজনে বাংলা নববর্ষের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নাম পরিবর্তন করে 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' করা হয়েছে।]

২. আবেদনপত্র

আবেদনপত্রকে ইংরেজিতে বলে Official letter। সাধারণত বৈষয়িক ও ব্যাবহারিক নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লেখা হয়, সেগুলোকে আবেদনপত্র বা আনুষ্ঠানিক পত্র বা দরখাস্ত বলা হয়। এ ধরনের পত্র ব্যক্তিগত কোনো অভাব-অভিযোগ পেশ করে তার প্রতিবিধানের জন্য, স্থানীয় বা সামাজিক কোনো সমস্যার প্রতিকারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করে লেখা হয়। আবেদনপত্রে মূলত কর্তৃপক্ষের নিকট নানা দাবি জানানো হয় এবং সুযোগ সুবিধা প্রার্থনা করা হয়। আবেদনপত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি রয়েছে। আবেদনপত্র লেখার সময় এ অংশগুলোকে ও নিয়মগুলোকে গুরুত্বের সাথে মেনে লিখতে হবে।

আবেদনপত্রের শুরুতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'বরাবর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আবেদনপত্র লেখার সময়ে নিচে বর্ণিত অংশগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরি।

- **তারিখ:** তারিখ আবেদনপত্রের একেবারে উপরের অংশে বামপাশে লিখতে হয়।
- **প্রাপকের ঠিকানা:** পত্রের শুরুতে বামদিকে তারিখের নিচে পত্র প্রাপকের প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা লিখতে হয়।
- **বিষয়:** আবেদনপত্রে প্রাপকের প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা নিচে সামান্য ফাঁক রেখে 'বিষয়' কথাটি লিখতে হয়। তার পাশে পত্রের মূলবক্তব্য বিষয় খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। এ অংশটি এমন হওয়া উচিত, যা পড়েই প্রাপক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।
- **সম্বোধন বা সম্ভাষণ:** এ ধরনের পত্রে জনাব, মহাত্মা, মান্যবরেষু, মহোদয় ইত্যাদি সম্ভাষণের যে কোনো একটি দরকার অনুসারে ব্যবহার করতে হয়।
- **বক্তব্য অংশ:** পত্রের মূল বক্তব্য এ অংশে থাকে। সাধারণত দুটি অনুচ্ছেদে এ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদে বক্তব্য বিষয় বা সমস্যার ধরন তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রাপকের কাছে যে জন্য আবেদন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়ে থাকে।
- **বিদায় সম্ভাষণ বা বিদায় অভিবাদন:** মূল বক্তব্যের নিচে বামদিকে বিদায় সম্ভাষণে সাধারণত একান্ত অনুগত, একান্ত বিশ্বস্ত, বিনীত নিবেদক, আজ্ঞাধীন প্রভৃতি লিখতে হয়।
- **নাম-স্বাক্ষর:** বিদায় সম্ভাষণের নিচে পত্রলেখকের নাম-স্বাক্ষর করতে হয়। স্বাক্ষর অস্পষ্ট হলে স্বাক্ষরের নিচে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে স্পষ্ট অক্ষরে পূর্ণ নাম লিখে দিতে হবে। পত্রলেখক কোনো এলাকা বা অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠান বা শ্রেণির প্রতিনিধি করলে তা নাম-স্বাক্ষরের নিচে ঠিকানাসহ উল্লেখ করতে হয়।

তারিখ	০৩/০৩/২০২৫
প্রাপকের ঠিকানা	বরাবর মাননীয় উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
বিষয়	ছাত্র কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন।
সম্বোধন বা সম্ভাষণ	জনাব,
বক্তব্য অংশ	সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত শাহপরান হলের ২২০ নং কক্ষের একজন আবাসিক ছাত্র।..... অতএব, জনাবের সমীপে প্রার্থনা এই যে, আমার এবং আমার পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।
বিদায় সম্ভাষণ বা বিদায় অভিবাদন	বিনীত নিবেদক, মোঃ আরিফ হোসেন ১ম বর্ষ, ২য় সেমিস্টার .....
নাম-স্বাক্ষর	..... (মোঃ আরিফ হোসেন)

৩. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদন

জনগণের অভাব-অভিযোগ, স্থানীয় কোনো সমস্যা, জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনেক সময় সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হতে হয়। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও যথাযথ প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হন। তাই সমস্যার আশু সমাধানের জন্যে ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতে হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে সেইসব চিঠি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়ে থাকে।

যেমন: ইত্তেফাকের 'চিঠিপত্র' প্রথম আলোর 'পাঠকের অভিমত', জনকণ্ঠের 'সম্পাদক সমীপে' ইত্যাদি। প্রকাশিত চিঠির বক্তব্য ও দায়দায়িত্ব লেখকের ওপর বর্তায়। সম্পাদক প্রকাশিত চিঠির কোনো দায়দায়িত্ব নেন না। এসব কলামের নিচে তাই লেখা থাকে 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়'।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আসলে দুটো চিঠি লিখতে হয়

১. সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করে পত্র এবং
২. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র।

পত্রলেখক যে সংবাদপত্রে চিঠিটি প্রকাশ করতে চান, সেই পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে হয়। এই চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভালো। সম্পাদককে সম্বোধন করা ছাড়াও যথাস্থানে তারিখ এবং নিচে প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর দিতে হয়। অনুরোধপত্রের সঙ্গে প্রকাশিতব্য চিঠি যুক্ত করে পাঠাতে হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য চিঠিটাই মূল চিঠি। বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেটি তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিযুক্ত, বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। প্রাসঙ্গিক বিষয় এমনভাবে উল্লেখ করতে হবে, যাতে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হয়। সমস্যা ও বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে চিঠি বড় বা ছোট হয়। চিঠির বক্তব্য যথাযথ, বিষয়ানুগ, বাহুল্যবর্জিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের চিঠিতে সাধারণত ভাবাবেগ প্রকাশের সুযোগ নেই। বক্তব্যের এবং ভাষার শুদ্ধতার প্রতি তাই বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়।

সংবাদপত্রের প্রকাশের জন্য কিছু আবেদন পত্রের নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

নমুনা

তারিখ

১০ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি.

সম্পাদককে অনুরোধ করে পত্র

সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক,
৪০, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
বিষয়: .....

জনাব,
.....
বিনীত
কায়সার আজাদ
শ্রীপুর, মাগুরা।

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র

"প্রতিবেদনের শিরোনাম"

.....
.....
.....
কায়সার আজাদ
শ্রীপুর, মাগুরা।

০১। 'কিশোর গ্যাং' প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লিখুন। [৫০তম বিসিএস (সাধারণ)]

১২ এপ্রিল, ২০২৬
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো,
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন,
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ।
বিষয়: সংযুক্ত পত্রটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় 'কিশোর গ্যাং প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
মোঃ 'ক'
মতলব, চাঁদপুর।

'কিশোর গ্যাং প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা'

বর্তমান সমাজে 'কিশোর গ্যাং' এক উদ্‌বেগজনক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শহর এলাকায় কিশোরদের বিভিন্ন গ্যাং বা দল তৈরি হয়েছে যা সমাজে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করছে। ফলে সমাজে অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমাজের শুধু আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার জন্যই নয় বরং পুরো সমাজ ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। 'কিশোর গ্যাং' বর্তমানে এমন এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে যে এটি প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে (১২-১৮) বছর বয়সী কিশোররা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তারা চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাই, মাদক সেবন ও বিক্রিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। কিশোর গ্যাংয়ের এসব কর্মকাণ্ড সমাজে আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি করেছে। তাদের এসব কর্মকাণ্ডের ফলে সমাজে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, ফলে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। 'কিশোর গ্যাং' সংস্কৃতি শুধু জননিরাপত্তাই বিঘ্নিত করছে না, বরং একটি সম্ভাবনাময় প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিচ্ছে। সমাজে মাদক সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে, যা কিশোরদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে। সমাজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, এমনকি খুনের মতো ঘটনাও ঘটেছে। যা আমাদের সমাজে জনজীবনের নিরাপত্তা, পারিবারিক শান্তি, সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়ছে। কিশোর গ্যাং প্রতিরোধ করতে না পারলে আমাদের দেশ এবং সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে এবং তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশ দক্ষ জনশক্তি হারাবে। সমাজের নিরাপত্তা, মাদক প্রতিরোধ, পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার্থে 'কিশোর গ্যাং' প্রতিরোধ অত্যন্ত জরুরি। তাই, এখনই সরকার, পরিবার, স্কুল এবং সমাজকে সমন্বিতভাবে কাজের মাধ্যমে কিশোর গ্যাং প্রতিরোধ করার উপযুক্ত সময়। সময় থাকতে যদি আমরা এই অপসংস্কৃতির লাগাম টেনে ধরতে না পারি, তবে আগামী দিনে এটি আমাদের সামাজিক কাঠামোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং জনগণের মিলিত উদ্যোগে 'কিশোর গ্যাং' প্রতিরোধ করতে হবে এবং সবাইকে নিজস্ব অবস্থান থেকে সোচ্চার হতে হবে।

মোঃ 'ক'
মতলব, চাঁদপুর।

	ডাকটিকিট
প্রেরক, মোঃ 'ক' মতলব, চাঁদপুর।	প্রাপক, সম্পাদক দৈনিক প্রথম আলো প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

রচনা/প্রবন্ধ

'রচনা' শব্দের অর্থ কোনো কিছু নির্মাণ বা সৃষ্টি করা। কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তোলার নামই রচনা। রচনাকে সাধারণত সৃষ্টিশীল কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে বিষয়ের উপস্থাপনা, চিন্তার ধারাবাহিকতা, সংযত বর্ণনা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও যুক্তির সুশৃঙ্খল প্রয়োগ থাকে।

'প্রবন্ধ' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' বলতে বিষয়বস্তু ও চিন্তার ধারাবাহিক বন্ধনকে বোঝায়। নাতিদীর্ঘ, সুবিন্যস্ত গদ্য রচনাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ রচনার বিষয়, ভাব, ভাষা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত সাহিত্যের বিচারে রচনা ও প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাধারণ বিচারে প্রবন্ধ ও রচনাকে সমধর্মী বলে মনে করা হয়।

❑ রচনার বিভিন্ন অংশ:

রচনার প্রধান অংশ তিনটি **যথা:** ক. ভূমিকা খ. বিষয়বস্তু গ. উপসংহার

ক. **ভূমিকা:** এটি রচনার প্রবেশপথ। একে সূচনা, প্রারম্ভিকা বা প্রাক-কথনও বলা হয়। এতে যে বিষয়ে রচনা হবে, তার আভাস এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হওয়াই উচিত।
[বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং উপসংহার কথাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। শুধু প্যারা দিয়ে লিখলেই হবে।]

খ. **বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য:** বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্যই হচ্ছে রচনার প্রধান অংশ। এ অংশে রচনার মূল বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পরিচয় স্পষ্ট করতে হয়। বিষয় বা ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশি বেশি পয়েন্ট দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অনুচ্ছেদগুলোর ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য এ অংশে প্রয়োজনে উদাহরণ, উপমা, উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

গ. **উপসংহার:** বিষয়বস্তু আলোচনার পর এ অংশে একটা সিদ্ধান্তে আসা হয় বলে এটাকে 'উপসংহার' নামে অভিহিত করা হয়। এখানে বর্ণিত বিষয়ে লেখকের নিজস্ব মতামত বা অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

❑ রচনার শ্রেণিবিভাগ:

বিষয়বস্তু অনুসারে রচনাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। **যথা:** ক. বর্ণনামূলক রচনা ও খ. চিন্তামূলক রচনা।

ক. **বর্ণনামূলক রচনা:** বর্ণনামূলক রচনা সাধারণত স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তিগত স্মৃতি-অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে থাকে। ধান, পাট, শরৎকাল, কাগজ, টেলিভিশন, বনভোজন, শৈশবস্মৃতি ইত্যাদি রচনা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

খ. **চিন্তামূলক রচনা:** চিন্তামূলক রচনায় থাকে সাধারণত তথ্য, তত্ত্ব, ধ্যান-ধারণা, চেতনা ইত্যাদি। শ্রমের মর্যাদা, নারী নির্যাতন ও তার প্রতিকার, পরিবেশ দূষণ, অধ্যবসায়, সত্যবাদিতা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি এই শ্রেণির রচনার মধ্যে পড়ে।

❑ প্রবন্ধ-রচনার কৌশল:

০১. বর্ণনার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি, রং, ধ্বনি, স্বাদ, গন্ধ, অনুভূতি ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে হবে।

০২. বর্ণনামূলক রচনা লেখার সময় সময়সীমা এবং পরিসরের কথা মনে রেখে বিশেষ কিছু দিক বেছে নিতে হয়। সেগুলোর সাহায্যে মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।

০৩. রচনা লেখার সময় পরম্পরা বা ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। জানা বিষয় ছাড়াও অনেক সময় অজানা বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে হতে পারে। বিষয়ের ধারণাগুলো একটির পর একটি এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে ভাবের কোনো অসংগতি না থাকে।

০৪. প্রবন্ধ বা রচনার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত রচনার দৈর্ঘ্য অনধিক ১৫০০-১৮০০ শব্দের মধ্যে হলে ভালো হয়। তবে পরীক্ষার কক্ষে কিংবা বিশেষ পরিবেশে বসে রচনা লেখার সময় শব্দ গুণে গুণে লেখা যায় না। এগুলো পূর্ব থেকে অভ্যাস করা ভালো। যেমন: প্রতি লাইনে সাধারণভাবে কত শব্দ থাকে; সেই হিসেবে ১৫০০-১৮০০ শব্দ দিতে গেলে কত লাইন বা কত পাতা লেখা যায়, তা অনুশীলনের সময় হিসাব করে রাখা ভালো।

০৫. প্রবন্ধের ভাষা সহজ এবং প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্ধিজাত শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, অপরিচিত বা অপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করা ভালো। বাগাড়ম্বর বা অলংকারবহুল শব্দ ব্যবহার করা হলে অনেক সময় বিষয়টি জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষারীতির মাধ্যমে রচনাকে যথাসম্ভব রসমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করতে হয়।

০৬. প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং উপসংহার কথাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। শুধু প্যারা দিয়ে লিখলেই হবে, তবে অন্যান্য প্যারাগুলোতে অবশ্যই হেডিং দিতে হবে।

০১ ডলার সংকট: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, কারণ ও উত্তরণের উপায়

বিশ্ব অর্থনীতি IMF এর রিজার্ভ মুদ্রা ডলার, পাউন্ড, ইয়েন, ইউয়ান ও ইউরো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ডলারকেই সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবে ব্যবহার করে প্রতিটি দেশ। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা হলো ডলার। অন্যান্য মুদ্রার মান বাড়া বা কমা নির্ভর করে ডলারের দর পতনের উপর। সেজন্য প্রতিটি দেশ সবসময় রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে ডলার সংরক্ষণ করে রাখে। মূলত আমদানি ব্যয় মেটানো, দেশের আর্থিক বিপর্যয় মোকাবেলা, স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন রোধ, মুদ্রানীতি শক্তিশালীকরণ, বাজেট বাস্তবায়ন ও বৃহৎ প্রকল্পে অর্থের জোগানসহ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করতে এ ধরনের রিজার্ভ হাতে রাখে প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

Dollarization: ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে ডলারকে বিশ্বব্যাপী রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসেবে মার্কিন ডলার ব্যবহার শুরু হয়। প্রতিটি দেশকে একরকম বাধ্য করা হয় ডলারকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে। ধীরে ধীরে ডলার হয়ে উঠলো Universal Currency বা সর্বজনীন মুদ্রা। যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠার পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে ডলার নীতি।

ডলার সংকটের প্রেক্ষাপট: কোভিড-১৯ ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে সাম্প্রতিক সময় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তার সাথে যুক্ত হয় বৈশ্বিক ডলার সংকট। ২০১৯ সালে COVID-19 মহামারির কারণে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। দীর্ঘ দুই বছর পর অর্থনীতি যখন চাঙ্গা হতে শুরু করলো তখনই শুরু হলো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অতি সম্প্রতি ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘর্ষ বিশ্বের অর্থনীতিতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মনে করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এ প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি: গত দুই বছরে বিশ্বব্যাপী ডলারের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। ডলারের বিপরীতে অনেক দেশের মুদ্রা মানের ব্যাপক দরপতন হয়েছে।

দেশ	মূল্যস্ফীতির হার	দেশ	মূল্যস্ফীতির হার	সার্কভুক্ত দেশ	মূল্যস্ফীতির হার
ভেনেজুয়েলা	৫৪৮.৬%	মিয়ানমার	৩০%	বাংলাদেশ	৮.৫%
সুদান	৪৯%	হাইতি	২৯.৪%	ভারত	৩.৩%
ইরান	৪৫%	বুরুণ্ডি	২৯.২%	পাকিস্তান	৩.২%
তুর্কিয়ে	৩১%	আর্জেন্টিনা	২৮%	ভুটান	৩.১%
জিম্বাবুয়ে	৩০.৭%	মালাউই	২৭.৭%	মালদ্বীপ	৩%

[তথ্যসূত্র: World Economic Outlook, List (2025)]

ডলার সংকটের কারণ : অর্থনীতিবিদগণ বিশ্বজুড়ে যে সংকট শুরু হয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বিশ্ব অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে ডলার সংকটের নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন।

১. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা;
২. মুদ্রাস্ফীতি;
৩. রাজনৈতিক অস্থিরতা;
৪. মধ্যপ্রাচ্য সংকট;
৫. করোনা মহামারি;
৬. রাশিয়া – ইউক্রেন যুদ্ধ;
৭. বাণিজ্য ঘাটতি;
৮. প্রবাসী আয় কমে যাওয়া;
৯. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ;
১০. জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহ কমে যাওয়া;
১১. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি;
১২. মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচার;
১৩. অতিরিক্ত ডলার মজুত রাখা;
১৪. যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার ০.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি;
১৫. রাশিয়াকে SWIFT থেকে বহিষ্কার করা ও
১৬. রুবলের দরপতন।

০২ বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা: বর্তমান বিশ্ব শিল্প অর্থনীতির বিশ্ব। যেখানে রয়েছে উৎপাদনমুখী অসংখ্য প্রতিষ্ঠান যার প্রতিটি কাজের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। প্রথম শিল্প বিপ্লবে (১৭৬০) বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পর থেকে শুরু করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে তথ্য প্রযুক্তির যুগে এসেও আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। জ্বালানি ছাড়া বর্তমান বিশ্ব অনেকটা অচল। বর্তমানে সবচেয়ে ব্যবহৃত জ্বালানিগুলোর মধ্যে রয়েছে কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন। কয়লা, গ্যাস ও তেলের মধ্যে কয়লা পরিবেশ দূষণে মুখ্য হওয়ায় জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ও তেলের ব্যবহার বেশি হয়। আর এই গ্যাস ও তেলের প্রধান বাজার হলো রাশিয়া, ইউক্রেন, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি।

জ্বালানি সংকটের স্বরূপ: বর্তমান বিশ্বে জ্বালানি সংকট এক গভীর ও বহুমাত্রিক বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ইরানকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জীবাশ্ম জ্বালানির সীমিত মজুত, দ্রুত শিল্পায়ন এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা এ সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৯০-১১০ মার্কিন ডলারের মধ্যে ওঠানামা করছে। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হওয়ায় এ অঞ্চলের সামান্য উত্তেজনাও বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, যার প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় বিশ্ব এখনো জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এর ফলে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, শিল্প উৎপাদনে ব্যাঘাত, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও আমদানিনির্ভর দেশগুলো এ সংকটের কারণে অর্থনৈতিক চাপ, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হচ্ছে।

রাশিয়ার গ্যাসের ওপর কোন দেশ কতটা নির্ভরশীল: পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০১৯-২১ সালে ইতালি প্রয়োজনীয় এক-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে। ইতালির গ্যাস আমদানির প্রায় ৩৯ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে। ২০১৯-২১ সালে বিশ্বের অন্তত ৩৭টি দেশ রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি করেছে। রুশ গ্যাসের ওপর সবচেয়ে নির্ভরশীল দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বেলারুশ, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, নরওয়ে ও সার্বিয়া। এসব দেশ তাদের চাহিদার প্রায় ৯৯ শতাংশ গ্যাস রাশিয়া থেকে আমদানি করে। তবে সামগ্রিকভাবে ইউরোপে রুশ গ্যাসের শেয়ার ২০২১ সালের ৪৫% থেকে কমে ২০২৪ সালে ১৪% -এ নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাশিয়ার তেল, গ্যাস আমদানিতে সবচেয়ে এগিয়ে চীন ও ভারত।

জ্বালানি সংকটে ইউরোপের অবস্থা: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপে গুরুতর জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় ৪৫ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস রাশিয়া থেকে আমদানি করা হতো; কিন্তু যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার ফলে সেই সরবরাহ ব্যাপকভাবে কমে যায়। এর ফলে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প-কারখানা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় চাপ সৃষ্টি হয়। সংকট মোকাবিলায় ইউরোপ রাশিয়ান জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও নরওয়ের মতো দেশ থেকে এলএনজি আমদানি বাড়ায় এবং গ্যাস সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে 'REPowerEU' পরিকল্পনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তি, সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ জোরদার করা হয়। বর্তমানে জ্বালানির দাম আগের তুলনায় কিছুটা স্থিতিশীল হলেও তা যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের তুলনায় এখনও বেশি এবং ইউরোপে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলমান।

জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হওয়ার কারণ: বর্তমান সময়ে জ্বালানি সংকট সারাবিশ্বে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ জ্বালানি সংকটের পিছনের যে কারণগুলো প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কাজ করছে সেগুলো হলো-

বিসিএস লিখিত

বাংলা
বিষয় কোড – ০০২
মডেল টেস্ট – ০১

সময় : ৪ ঘণ্টা

['সাধারণ এবং সাধারণ ও কারিগরি / পেশাগত' উভয় ক্যাডারের জন্য]
[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান শেষপ্রান্তে দেখানো হয়েছে]

পূর্ণমান : ২০০

০১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন: ৬ × ৫ = ৩০

(ক) বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন।

(খ) দৃষ্টান্তসহ শব্দদ্বিত্বের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

(গ) নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:

(i) তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন।

(ii) অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।

(iii) তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।

(iv) আগত শনিবারে তারা যাবে।

(v) ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।

(vi) বর্তমানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া মুশকিল।

(ঘ) নিচের বাগধারাগুলোর সমার্থক বাগ্‌ধারা লিখুন ও বাক্যে প্রয়োগ করুন:

বিড়ালের আড়াই পা, গয়ংগচ্ছ, গো মড়কে মুচির পার্বণ, ত্রিশঙ্কু অবস্থা, ধরাকে সরা জ্ঞান করা

(ঙ) নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন:

(i) তাদের ঘুম এখনও ভাঙেনি। (অস্তিবাচক)

(ii) ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবাচক)

(iii) মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (জটিল)

(iv) এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)

(v) জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকানো প্রয়োজন। (অনুজ্ঞাবাচক)

(vi) মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণ করা উচিত। (যৌগিক)

০২। ভাব-সম্প্রসারণ লিখুন: ২০

বার্ধক্য তাহাই- যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

০৩। সারাংশ লিখুন: ২০

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

০৪। **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দিন:** ৬ × ৫ = ৩০

(ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(খ) রোমন্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার শ্রেষ্ঠ কবি এবং তার শ্রেষ্ঠ কাব্যের পরিচয় দিন।

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়? তাঁর মৌলিক ও অনুবাদ কর্মের পরিচয় দিন।

(ঘ) মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও জনপ্রিয়তা বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ) ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিন এবং ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্থকতা নিরূপণ করুন।

০৫। **বাংলায় অনুবাদ করুন:** ১৫

Cultural values and moral education are fundamental for building a responsible and harmonious society. Cultural values, which include traditions, customs and shared beliefs, shape individuals' behavior, identity and social conduct. Moral education complements these values by teaching principles such as honesty, respect, compassion and justice. When young people are guided by both cultural values and moral education, they develop a sense of discipline, social responsibility and ethical judgement.

In today's rapidly changing world, exposure to negative influences, technology and globalization can challenge these values. Therefore, schools, families and communities must actively instill ethical and cultural awareness in the youth. By preserving cultural heritage and promoting moral education, societies can foster mutual respect, unity and sustainable development. Ultimately, cultural values and moral education empower individuals to contribute positively to both personal and social growth.

০৬। **সংলাপ লিখুন:** ১৫

বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এটি কী শিক্ষার্থীদের জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ-এ বিষয়ে একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন।

০৭। বর্তমান সময়ে বন উজাড় এবং বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, 'বন উজাড় ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ' বিষয়ক করণীয় তুলে ধরে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করুন। ১৫

০৮। **নিচের যেকোনো একটি গ্রন্থের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করুন।** ১৫

(ক) আরেক ফাল্গুন (খ) চিলেকোঠার সেপাই (গ) হাঙর নদী গ্রেনেড

০৯। 'সুনীল অর্থনীতি: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করুন। ৪০